

খলনায়ক

নাসিমা সেলিম অলীক

Email: nirashpur@yahoo.com

এই শহরে তিরিশ-উর্ধ্ব এক তরুণ ঘুরঘুর করে। যদিও তাকে দেখে বয়স ঠাहर করা মুশকিল। অপুষ্টিতে ভোগা শরীর। কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি গোফ। ভাঁজ পড়া ময়লা শার্ট। স্যান্ডেল ছেঁড়া। প্যান্টের তলা উল্টানো, তাতে কাদার ছিটা। কবে শেষ ধোয়া হয়েছে কে জানে! তরুণের চুল কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের অর্ধেক জুড়ে বিস্মরিত। সে বাউল হতে চেয়েছিল। রাজধানীর মধ্যবিত্ত আঁতেল হতে চায় নাই...

সম্প্রতি সে চুল ছেঁটে স্মার্ট হয়েছে। অনিয়মিত গোসল করে বলে যদিও তার চারিপাশে সদা ঘামের গন্ধ - আগের মতই আছে, সেইটা সে অধিক হাঁটে বলেও হতে পারে। পকেটে যার পয়সা কম, ঘামগন্ধ নিয়েই তাকে চলতে হয়। ডিওডোরেন্টের সুম্মাণে ভরপুর ভদ্র লোক, ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে উঠাবসা করতে হয়। এই তরুণের বন্ধুসংখ্যা নগণ্য। 'নাই' বললে অতি উক্তি হবে না। তার কি বাস্তুবী আছে? নাই। সে কি বাস্তুবী প্রত্যাশা করে? নিশ্চয় নিশ্চয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কে এই তরুণ আর কেন সে গল্পের নায়ক। অবশ্য আমরা তাকে খলনায়কও বলতে পারি। দেখতে নিরীহ হলেও একদা এর জিভে ধার ছিল। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার উদ্বেক হলে বা রেগে গেলে তার তোতলামি বাড়ে। জিভে কথা জড়িয়ে যায়। নারীজাতির সামনে সে ক্রমশ আরো তোতলা হয়। কথা এরপর আটকে যায় গলায়। হৃদপিণ্ডে শব্দগুলি ধড়ফড় করে। পাকস্থলী ক্ষুধা ও অতৃপ্ত কামনায় চড়চড় করে। ফুসফুস ফুটা হতে হতে কী করে যেন রক্ষা পায়। নিয়মিত গঞ্জিকা সেবনে কোমরের নীচে সে কেমন অবশ হয়ে যায়। হস্টলখুঁনেও সুখ নাই তার। সে সব হারানো সাধনা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তরুণ সম্পর্কে বাজারে অনেক সত্যমিথ্যা প্রচলিত আছে। সে সন্দেহপ্রবণ। তার মনে হয়, মধ্যবিত্ত আঁতেল গুপ্তি তার শত্রু। আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্র তার পিছনে সক্রিয়। এবং এই শহরের নারীকুল তার রূপে মুর্ছা যায়। দারিদ্র্য তাকে মহান করেছে। হাতে বাংলা ফাইভ নিয়ে সে যখন হাঁটে, বুদ্ধিজীবীরা তাকে কাঁটার মুকুট পরাতে চায় - সে এই দাবী করে। যেখানেই যায়, লোকে বসতে বললে উঠে রওনা দেয়। বসতে না বললে চেয়ারে পায়ের উপর পা তুলে থিতু হয়। আমরা তাকে নিয়ে বড় বিপদে আছি। বড় লোক তার মানে করতে পারে না। আর ছোট লোক তার দিশা পায় না।

রহস্যময় তরুণের দৈনন্দিন জীবন গবেষণার বিষয় হতে পারে। সে কোথায় থাকে কী করে কেন তার গতিবিধির যুক্তি পাওয়া যায় না। এইসব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যায়। তবু আপাতত কিছুক্ষণ তা মুলতবি রাখি। তার বংশলতিকা বা কুশপুত্তলিকা নিয়ে বেশি লোকের আগ্রহ আছে কি নাই সেইটা আগে বোঝা দরকার। তাই আজকে আমরা শুধু তার সাম্প্রতিক অপরাধগুলির মূল্যায়ন করব। সিদ্ধান্ত-নিব - সে নায়ক, নাকি খলনায়ক। প্রয়োজনবোধে তার ফাঁসি হতে পারে। তবে জানতে হবে, সে কী দোষ করল।

ছেলেটা মেয়েদের উত্যান্ত করে। ছেলেরা মেয়েদের উত্যান্ত করে। এ নতুন কী হল? যুবক বয়সে 'মেয়েছেলে'কে বিরক্ত করবে না এমন ভাবলে বিপদ আছে। যৌবন অস্বীকার করলে ফল ভালো হয় না। কিন্তু এইখানে তরুণের একটা বিশিষ্ট পছন্দ অপছন্দ লক্ষ্য করা যায়। সে 'স'ছল ও 'স্ব'ছন্দ' ইংরেজি জানা মেয়েদের উত্যান্ত করে। পিতা জীবিত থাক, মৃত

হলে আরো ভালো, কোন জবরদস্ত-বড় ভাই না থাকলে তো কথাই নাই। আর যে নারীর নওজোয়ান প্রেমিক নাই কিন্তু আকলপছন্দ আছে তার পিছনে সে আঠাল জোঁকের মতন সেঁটে রাখে নিজেকে। মার খাওয়ার ভয় সেইখানে যে সব চাইতে কম সেই জ্ঞান তার টনটনে। কিন্তু শুর" শুর"তে তার আচরণ সার্বজনীন 'উত্যক্তকারী'দের ব্যবহারের সঙ্গে মিলবে না। সে কোনদিন বড় রাস্তা-বা ছোট রাস্তায় কোন মেয়েকে শিস দেয় না। পুর"ষবাদী মন্ব্য করার আগে দশবার ভাবে। নারীকে ছোট করে এমন কথা বলতে গেলে তার জিভ কয়েকবার কাঁপে। এমনকি শেষমেশ সে তেমন বাক্য বেরই করতে পারে না মুখ দিয়ে। সে যখন ভালো বাংলা লিখত, তখন তার পুজনীয় ছিল রাধা। আমরা শুনেছি সে 'নারী গুর'" ধরেছিল। আর, শহরের বুক চিতানো মরদ বুদ্ধিজীবীদের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার মত পরিষ্কার জামাকাপড়, সুরতছবি, নতুন প্রকাশিত বই অথবা মিডিয়া পরিচয় তার ছিল না বিধায় - সে গেরিলা জীবন ভালো মনে করতে থাকে।

তার অনবদ্য কৌশলগুলি এরকম। সে প্রথমে তার পরিচয় দিবে। 'আপনি' সম্বোধন করে বিনয়ের সাথে একটি দলিল পেশ করবে। আপনি সেই দলিলটা তার জন্য অনুবাদ করবেন কিনা জানতে চাইবে। সংলাপ কোনদিকে যায় বুঝার আগেই সে তার দুঃখভরা জীবন কাহিনীর ক্লেদ নিজেই মাখামাখি করে এমন এক মন্ড বানাবে যে তার প্রতি আপনার কর"ণা হবে। এই মন্ড-মানব নগরীর পুর"ষ-দানবের তুলনায় এত দুর্বল ও শক্তিহীন আর অসহায় মনে হতে থাকবে যে আপনি যদি নারী হন এবং ইংরেজি জানা আর আপনার যদি নিকটবর্তী সময়ে টাকাপয়সা সংকট না থাকে, আপনি তাকে সহযোগিতা করতে চাইবেন।

সে টেলিফোন নম্বর নিবে, ই-মেল ঠিকানা জানবে। তারপর সে বাসায় আসবে। চা বিস্কুট খাবে। তার ক্ষুধাকাতর মুখ দেখলে বাড়ির লোক তাকে ভাত খেতে বলবে। সে ভাত খাবে। তারপর, ঠিক উঠার মুহূর্তে সে কিছু একটা বলবে। যাতে সংরক্ষিত শৈশব কৈশোরে বেড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত কন্যাদের আগ্রহ বাড়ে। সে লালন ফকির প্রসঙ্গে নানা অজানা তথ্য দিবে। সে লালনের গান গাইবে বিকট সুরে। তাকে সুযোগ দিলে সে নাচ করে দেখাবে। সুদীর্ঘ কালো চুল ছেড়ে দিয়ে সে দুলে দুলে নড়বে। তখন সে পুর"ষ না নারী তা ঠাহর হবে না। তার মেদহীন নাতিদীর্ঘ শরীর দেখে মনে হবে - সে কি যোগী? কারণ সে কখনোই প্রেম নিবেদন করবে না। কখনোই কামার্ত দৃষ্টিতে তাকাবে না। বিশেষ অঙ্গ তার মনোযোগের বিষয় হবে না। রিকশায় একসাথে চললে সে ভাঙাচোরা রাস্তায় ধাক্কা খাবার মুহূর্তে 'এলবো' দিয়ে ঠেলবে না। সে দুদিন পরপর শুতে চাইবে না, সে মরদাঙ্গি ফলাবে না। সে বলবে, সে পুর"ষ নয়। সে পুর"ষ শরীরে নারী। আর সে নারীর সখী হতে চাইবে। আর এ সবই কোন কোন মেয়ের ভালো লাগবে প্রথম প্রথম। ঢাকা শহরের নরকুল নিয়ে বিরক্ত যারা।

সেই মেয়েরাই এই তর"ণের শিকার। বুদ্ধি থাকতেও মেয়েগুলি কাঁচা। কারণ তারা দুর্ভাগা। এই অভাবের দেশে 'পুর"ষ' মানুষের আকাল নাই, কিন্তু 'মানুষ' পুর"ষের সাথে বন্ধুত্ব অতি বিরল ঘটনা। তাই তারা বুঝেও বুঝে না, এই ছেলেটা 'মানুষ'-এর ভানে কতটা সিদ্ধ। এতটাই যে সে নিজেও জানতে পারে নাই - রমণী হৃদয়ে ঠাই খুঁজতে খুঁজতে সে মনের কোন্ অন্ধগলিতে ভন্ড যাদুকর সাজতে আরম্ভ করছে। তর"ণের সৌভাগ্য, শহরের মেয়েরা গ্রামে গেছে কম। গান শুনছে অল্প। আর বাউল জীবন সম্বন্ধে পুস্তকের বাইরে তাদের জ্ঞান অতি সীমিত। তাই নিশ্চিন্তে-সে দোলপূর্ণিমার রাতে তার সাধনা সিদ্ধির বর্ণনা দিতে থাকে। চামড়ায় আংটা লাগানো সাধু - লেংটার মেলায় আধ্যাত্মিক 'বাহাস' - সাধুদের গোপন কিন্তু শক্তিশালী 'বিপ্লবী' দলের বিবরণ জানায়। শুনে নাগরিক মেয়েদের প্রাণে কী এক আশ্চর্য ভাব জাগে। তারা আরো শুনতে চায়। তর"ণ সাধু তাদের বলে সে হিমালয় ঘুরে আসছে। নাগা সন্ন্যাসীরা তার আত্মীয়। মেয়েরা জানতে পারে, ভারত আর পূর্ব বাংলার সাধকদের আছে পরস্পরের সঙ্গে আঁতাত ও আধ্যাত্মিক লড়াই। এক পর্যায়ে তর"ণ 'সাধনসঙ্গিনী' প্রসঙ্গ উঠায়।

প্রথমে ইঙ্গিত। শহরের মধ্যবিন্দু আঁতেল পুর'ষ দিনভর 'ক্ষমতার চর্চা' করতে করতে রাতে 'অক্ষম' হয়ে যাচ্ছে। তারা যে আর নারীর 'ই'ছা' বা 'পুলক'-এর খবর নেয় না। তারা যে শুধু 'আসে যায় আর ঘুম থেকে উঠে খোদা হাফেজ' বলে। এইসব গুর'ত্বপূর্ণ তথ্য তর'ণ বিলি করে। কথায়, চিঠিতে এবং ঘনিষ্ঠ বৈঠকে। প্রসঙ্গক্রমে সে তার নিজের সক্ষম সবল 'সম্প্রস্তুতি'র মালিকানা জানান দেয় এবং প্রাকৃতিক জন্মনিরোধ পদ্ধতি সম্প্রস্তুত জ্ঞান জাহির করতে চায়। যেহেতু তার নিজের ঘর নাই, সে থাকে মা আর ছোট ভাইয়ের সাথে, সে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়। তাই সে মেয়েদের বলে, যেন তারা একটু জায়গা তাকে দেয়। যেন তারা তাকে একটু পরখ করে দেখে। মধ্যবিন্দু মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ বুঝা মুশকিল। এতদিন তারা তর'ণকে মাথায় করে রাখল। প্রদর্শনীর কথা আসার পরেই কেন যে তাদের নিজেদের মাথা বিগড়াতে আরম্ভ করল কে জানে! এইবার মেয়েরা তর'ণকে এড়ায়ে চলতে চায়।

তর'ণ একবার ফোন করে, দুইবার করে। এরপর পকেটের অবস্থা অনুসারে দশবার করে, কোনদিন করে না। ই-চিঠিতে ভরে ফেলে ইয়াতুর বাক্স। রাস্তায় দেখা হলে ছুতানাতায় এটাসেটা নিয়ে অনাবশ্যক কথা বলে। মেয়েরা যেখানে যায় সে সেইখানে উপস্থিত হয়। মেয়েরা বিরক্ত। মেয়েরা ত্যক্তবিরক্ত। কিন্তু অপরাপর উত্যক্তকারীদের মতন এই তর'ণের কোন সংঘ না থাকায় মেয়েরা ক্রুদ্ধ হতে পারে না। যার শক্তি নাই, তার উপর রাগ করা যায় না। আর এই বেকার তর'ণ অন্য তর'ণদের উৎসাহ দুরে থাক, মশকরাও পায় না। তাকে শহরের লোক কোনকালে পান্ডা দেয় না। সে ভিখারি না, নাগরিকের মর্যাদাও তার নাই। যে উপার্জন করে না, উপার্জনের ভানও করতে পারে না তাকে নিয়ে কার মাথায় ব্যথা। যে লিখে না, লিখলে ছাপাতে পারে না, ছাপালে পঠিত হয় না তাকে নিয়ে কে কথা বলে। শহরে যে জায়গা করতে পারে নাই, গ্রামে যার থাকা হয় নাই, মফস্বলে যে অনাকাক্ষিত - সে কোথায় থাকবে?

ঢাকা শহরের এই রকম পরিস্থিতিতে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে। চা-পুরি খেতে খেতে গরম গরম আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। টেলিভিশন খবরের কাগজ পত্রিকা আওয়াজ দেয়। তেলের দাম বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে বাসের ভাড়া আগেই বেড়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম তার সংগে পাল্লা দেয়। বইয়ের দোকানে ক্রেতার চেয়ে আলাপচারিতা বৃদ্ধি পায়। শহরের লোক সাবধানে পকেট সামলায়। তারা ভিক্ষা কম দিতে শুরু করে। নাগরিকের মনে ভালোবাসার প্রকৃতি বদলাতে থাকে কিনা জানি না তবে কর'ণার পরিমাণ কমতে থাকে। আমাদের নায়কের গতিবিধিও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণেই দু-একটি অত্যাবশ্যকীয় পাড়ায় সীমিত হয়ে যায়। আর ততদিনে তার অনেক সম্ভাব্য নায়িকা বিদেশ পাড়ি দেন। অবশিষ্ট নারীদের ভক্তকুল এবং প্রেমাস্পন্দরা সাফল্যের সাথে কয়েকবার তর'ণকে প্রহার করে। তার ঠোঁট কেটে যায়। চোখে রক্ত জমে। কপাল ফুলে উঠে। সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। পড়তে পড়তে সোজা হয়। সে পাল্টা মার দিতে পারে না। পাঁচ সাত জন জোয়ান-মর্দের সাথে পেরে ওঠে না তার ক্ষুধাপীড়িত কামঅতৃপ্ত পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি শরীরটা। তার চোখে পানি আসে। সে নিজেকে সামলাতে পারে না। চাহনির মধ্যে দিয়ে সে আশেপাশে কর'ণা ভিক্ষা করে। আধা পরিচিত এক যুবক ছুটে আসে। অপরিচিতা এক তর'ণী আসে।

তারা তাকে ধরাধরি করে বসায়। মুখে চোখে পানির ছিটা দেয়। তারা কিছু বুঝে শুনে না কিন্তু তারা আহাউহু করে। তারপর তাদের ঘড়িতে গুর'ত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের সময় পোঁ পোঁ করতে থাকে। সেই বিকালে তবু তারা পোঁ পোঁ গ্রাহ্য না করার আত্মসন্দের দেখায়। তারা এই 'অসহায়' তর'ণের পাশে গম্ভীর মুখে বসে থাকে এবং দেশ-জাতি-সন্তুসীদের চৌদ্দগুণ্টা উদ্ধার করে। নিজেদের 'ভালোমানুষ' ভাবতে পেরে তাদের ভালো লাগে। তাদের 'বিবেক' তাদের বলে, উপকার করার এই সুযোগ ছাড়লে আর সুযোগ নাও আসতে পারে। অন্য সুযোগ আসলেও তাতে পয়সা খরচ আর নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা

বেশি থাকতে পারে। আহত তরুণের গুলিয়ে যাওয়া ঘিলুতেও তখন হিসাবনিকাশ। নতুন সম্ভাবনার আশায় তার নিখুঁত অভিনয় চালু থাকে। সে পাশের যুবকটিকে একবার দেখে আড়চোখে, তারপর চোখ বন্ধ করে। আরেকপাশে বসা তরুণীকে দেখে তার মনটা ভরে যায়। সে দুহাতে মাথা চেপে ধরে আর চাপা চিৎকারে বলতে আরম্ভ করে: *শহরের মধ্যবিত্ত আঁতেল পুরষ দিনভর 'ক্ষমতার চর্চা' করতে করতে রাতে 'অক্ষম' হয়ে যাচ্ছে। তারা যে আর নারীর 'ইচ্ছা' বা 'পুলক'-এর খবর নেয় না। তারা যে শুধু 'আসে যায় আর ঘুম থেকে উঠে খোদা হাফেজ' বলে... বিড়বিড় করতে থাকে সে। প্রতিবেশীরা ভাবে সে আঘাতে ভুল বকছে। আসলে সে মুখস্থ করছে। কারণ সে তার নতুন শিকারটিকে আরো দক্ষতার সাথে খেলাতে চায়। সে নিজেই গোপনে বলতে চায়, এবার আর ভুল করলে চলবে না।*

কিন্তু তারপর একদিন আবারও ব্যর্থ হয় তরুণ। সিদ্দাবাদের ঘাড়ে চড়ে বসা সেই করুণ 'পিচাশ' এর ভাগ্য তার। মেয়েরা বারবার তাকে মাথায় উঠায়, তার পরে জ্ঞানবুদ্ধি হলে আর সহ্য করতে পারে না। ঘাড় থেকে ফেলে দেয়। একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে আর তার সঙ্গে বাড়তে থাকে ক্ষুধা। পকেটের ফুটা সংখ্যায় ও আকারে বৃদ্ধি পায়। সকলেই তাকে দেখেও না দেখি করতে থাকে। ঢাকা শহরে বাউল সম্প্রদায়ের আগ্রহ কমে। শহরের মেয়েরা গ্রামে যেতে শুরু করে। তারা মীরপুর মাজারে নিয়মিত গান শুনতে থাকে, সাধুসঙ্গে তাদের জমায়েত বাড়ে। পুস্কের বাইরে তারা খোলা রাস্তায় নিজের পায়ে হাঁটতে পছন্দ করে। আর শহরের পুরষপুঙ্গবের বন্ধুত্ব ছাড়াই তারা ভালো থাকতে শিখে যায়। ভালো থাকার জন্য তাদের আর 'পুরষ' দরকার হয় না। আর তাদের 'পুরষ সখীর'ও প্রয়োজন পড়ে না। তারা সহজ কণ্ঠে তরুণকে জানিয়ে দেয়: 'আপনার চিকিৎসার জন্য আমরা সাহায্য করতে রাজি। কিন্তু আপনার বন্ধু হইতে আমাদের আর আগ্রহ নাই।'

ইতিহাসের এই সাম্প্রতিক বিবর্তন তরুণের সহ্য হয় না। সে আর অপেক্ষা-ধৈর্য বুঝে না। সে আর নিজের 'সাধক' মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে না। একদিন সে তার হাত ফসকে যাওয়া নব্য শিকারকে সরাসরি বুনো আক্রমণ করে। পিছন থেকে ছুটে এসে সে মেয়েদের মাথার পিছনে সর্ব শক্তি দিয়ে ঘুষি মারে। মেয়েরা এক ঘুষিতে অজ্ঞান হয় না। তখন তরুণ দাঁত চিবায়ে চিবায়ে পাজর ফুলায়ে হুমকি দেয়: 'এই মুহূর্তে তোমরা এইখান থেইকা বাইর হও!'। তারপর, কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই তরুণ উধাও হয়ে যায়।

এই শহরে তাকে সম্ভবত আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু কেউ যদি তার সন্ধান পায়, তাকে দেখতে পায় - কর্তৃপক্ষকে খবর দিবে কি দিবে না আপনারা বুঝে দেখেন।

অগাস্ট, ২০০৫

(শেষ)